দৈনিক ইনকিলাব
৪৬
SEP 1991
তারিখ
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা-২

শতকরা ৭৩ ভাগ প্রাথমিক স্কুলে সংস্কার প্রয়োজন

॥ সাইফুল আলম ॥

বাস্তবে অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবে বেশীরভাগ স্কুল আজ সমস্যা জর্জরিত। শতকরা ৭৩ ভাগ স্কুলে সার্বিক সংস্কার প্রয়োজন, শতকরা ৭৮ ভাগ স্কুল বর্ষাকালে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে এবং শতকরা ৩০ ভাগ স্কুল বছরের সবসময়ের জন্য ব্যবহারের অনুপোযোগী থাকে।

জানা গেছে, দেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪৪ হাজার। স্কুলগুলোর শতকরা ৮৭ ভাগ সরকারী এবং শতকরা ১৩ ভাগ বেসরকারী। স্কুলের শতকরা ৯২ ভাগ এবং ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ৮৯ ভাগ গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন, গ্রাম বাংলাকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষার এক ব্যাপক অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

অথচ জাতীয় ভিত্তিক এক জরীপে দেখা গেছে— ১৫ শতাংশ স্কুলের কোন দেয়াল নেই, ৫৭ শতাংশ স্কুলের পার্টিশন নেই, ৭ শতাংশ স্কুলের কোন ছাদ নেই,

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৭৭ শতাংশ স্কুলের মেঝে মাটির, মাত্র ২১ শতাংশ স্কুলে ব্যবহার উপযোগী নলকূপ এবং ৬ শতাংশ স্কুলে শৌচাগার আছে। এই হচ্ছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা।

জরীপে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, শতকরা ২ দশমিক ৩ ভাগ স্কুলে বসার কোন বেঞ্চ নেই, ৭ দশমিক ৩৫ ভাগ স্কুলে কালো বোর্ড, ৪৫ ভাগ স্কুলে মানচিত্র, ৭১ ভাগ স্কুলে গ্লোব, ৪৮ ভাগ স্কুলে আলমারী এবং ৭১ ভাগ স্কুলে ঘড়ি নেই।

স্কুল প্রতি বেঞ্চের সংখ্যা প্রায় ২০ এবং বেঞ্চ প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯।

উল্লেখ্য, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দু'টো প্রকল্প চালু রয়েছে। এক— সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (আইডিএ সাহায্যপুষ্ট), দুই— সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (জাতীয়)। প্রথম প্রকল্পটি পাঁচ বছর মেয়াদী ছিল। পরে জুন '৮৬ পর্যন্ত বাড়িয়ে তা ছয় বছর করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৮টি জেলার ৪৪টি উপজেলায় ৪ হাজার ৮৮টি প্রাথমিক স্কুল উন্নয়নের জন্য নেয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উপজেলা, থানা এবং পৌরসভার প্রাথমিক স্কুল। এ প্রকল্পটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশোধিত করে ৯০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য সংশোধিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬৪৪ কোটি টাকা।

অপরদিকে আমাদের দেশে কাঙ্ক্ষিত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১ঃ৪০, সে হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থার অবনতি হয়েছে বলা যেতে পারে। ১৯৫০-৭২ এ সময়ের মধ্যে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত মোটামুটিভাবে ১ঃ৪০-এর ধারে কাছেই ছিল। কিন্তু গত ১৫ বছরে এ অনুপাত প্রায় ১ঃ৫০-এ দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি শহর ও গ্রামে শিক্ষক সংখ্যায় বৈষম্য বিদ্যমান। শহরে স্কুল প্রতি শিক্ষক সংখ্যা ৬ দশমিক ৮। গ্রামে ৪ দশমিক ০।

জরীপে দেখা গেছে, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের শতকরা ৫৬ ভাগ এসএসসি, ২৮ ভাগ উচ্চ মাধ্যমিক, ৭ ভাগ স্নাতক পাস।